দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 22 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

চাই সমমানের শিক্ষাব্যবস্থা

দেশে বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছে, যা পুরো জাতিকে বিভক্ত করতে শুরু করেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলতে শুরুতেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, আরো রয়েছে বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেমন ব্র্যাক স্কুল, কেজি স্কুল, আনন্দ স্কুল ইত্যাদি। এছাড়া সচ্ছল পরিবারের সন্তানদের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কোচিং সেন্টার। প্রাথমিক বিদ্যালয় হচ্ছে শিক্ষা অর্জনের মূল ভিত্তি। বিভিন্নভাবে পরিচালিত ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে কোনোক্রমেই সমমানের শিক্ষা অর্জিত হচ্ছে না, যা জাতির জন্য একটি বড় দুর্ভাগ্য। গ্রাম-গঞ্জে প্রতিষ্ঠিত বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জনে বঞ্চিত হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে এসব শিক্ষার্থীর অনেকে হাইস্কুলে ভর্তির যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে না। গ্রাম-গঞ্জের বিদ্যালয়ে গরিব ঘরের সন্তানরাই লেখাপড়া করে। বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা অব্যবস্থাপনার কারণে বেহাল। একমাত্র বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থাই অর্থনৈতিকভাবে পুরো জাতিকে বিভক্ত করে ফেলছে। এ অবস্থায়, সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন বলে আশা করি। সমমানের শিক্ষাই দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনবে।

মো. আমজাদ হোসেন,
বোনারপাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা